بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ নভেম্বর ২০২০

বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানালেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

বাক-স্বাধীনতাকে দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো-র সাম্প্রতিক মন্তব্যকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্বাগত ও সাধুবাদ জানায়।

সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে এসেছে, বাক-স্বাধীনতার নামে ধর্ম বা ধর্মীয় নেতাদের উপহাস বা বিদ্রূপ করার সুযোগ থাকা উচিত কিনা, সম্প্রতি এমন এক প্রশ্ন করা হলে, মি. ট্রুডো বলেন:

"আমরা সব সময় বাক-স্বাধীনতার সুরক্ষা করে যাবো। তবে বাক-স্বাধীনতাও সীমাহীন নয়। এটি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব, আমরা যেন অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখি এবং নির্বিচারে বা অযথা এমন কাউকে আহত না করি, যাদের সাথে আমরা একই সমাজে এবং একই গ্রহে বাস করি। উদাহরণস্বরূপ, কোথাও হৈ চৈ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করার কোন অধিকার আমাদের নেই, সব কিছুতেই সীমা-পরিসীমা রয়েছে। আমাদের মত একটি বহুমাত্রিক, বৈচিত্রপূর্ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধসমৃদ্ধ সমাজে, এটি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব, যেন আমরা অন্যের ওপর আমাদের কথা ও কাজের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকি, বিশেষ করে ঐ সকল সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ওপর, যারা এখনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৈষম্যের শিকার।"[১]

যারা ধর্মকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে ধারণ করেন, তাদের সুরক্ষায় অবস্থান নেয়ার যে সৎসাহস দেখিয়েছেন, তার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে সাধুবাদ জানায়।

মি. ট্রুডোর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“বাক-স্বাধীনতার কিছু সীমা-পরিসীমা থাকার আবশ্যকতার বিষয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, তা আমি গভীরভাবে মূল্যায়ন করি। আমি বিশ্বাস করি, সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য লালন করার এটিই সঠিক পথ। নিশ্চিতভাবে, আমার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে, আমি সব সময় হৃদয়ে এ বিষয়টি ধারণ করেছি যে, কেউ খ্রীষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী, যাই হোক না কেন, তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে বৃথা উস্কানি দেয়া বা আঘাত করাটা অন্যায়।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আমি বহুবার বলেছি যে, যখন লক্ষ-কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতি গভীরভাবে আহত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, যেমনটি আমরা সম্প্রতি ফ্রান্সে লক্ষ্য করেছি, এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসও এটাই সাব্যস্ত করে যে, সবসময়ই একটি ছোট সংখ্যালঘু শ্রেণীর তথাকথিত মুসলমান থেকেই যায়, যারা ইসলামের শিক্ষাকে ক্ষমাহীনভাবে পদদলিত করে, আর চরমপন্থা অবলম্বন করে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এটি আবার পাল্টা তাদেরকেই শক্তিশালী করে, যারা যেকোন মূল্যে বাক-স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চান। এভাবে বিদ্বেষের এই দুষ্টচক্র চলমান থাকে এবং মুসলমান ও অবশিষ্ট সমাজের মধ্যে দূরত্ব গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তাই আমাদের এমন নেতৃবর্গ প্রয়োজন, যারা কেবল এরূপ সহিংস প্রতিক্রিয়ারই নিন্দা জানাবেন না, বরং এর পাশাপাশি অনুধাবন করবেন যে, আমাদের স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, যা অযথাই অন্যের জন্য উস্কানি বা মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য, আমি মি. ট্রুডোর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং দোয়া করছি বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গও যেন এমন একটি সুসংহত সমাজ গড়ে তোলার অসাধারণ গুরুত্ব অনুধাবন করেন, যেখানে সকল ধর্মের মানুষের অনুভূতি সুরক্ষিত থাকে।

[নোট: এ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত আলোকচিত্রটি ২০১৬ সালে নেয়া হয়েছিল।]

[১] http://a.msn.com/01/en-us/BB1ayic0?ocid=sw